আলোর শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেল

ফরিদ আহমেদ

আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময়ই আশাবাদী ধরনের মানুষ। নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীনতম হলে আলোর চিহ্ন দেখতে পাই সবসময়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই চারিপাশের সমাজে যে বৈরী পরিস্থিতি অবলোকন করছি তাতে প্রতি মুহুর্ত মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা সত্ত্বেও মনের মধ্যে এইটুকু বিশ্বাস সবসময়ই ছিল যে কোথাও না কোথাও সামান্য কিছু আশা ঠিকই টিকে আছে। রাত যত অন্ধকারই হোক না কেন এর আড়ালেই হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে ভোরের মিষ্টি নরম আলো। সে আলোয় হয়তো কোন একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে চারিদিক। সব প্রতিক্রিয়াশীলতা আর অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে শুরু হবে নতুন দিনের, নতুন স্বপ্নের।

তারুন্যের প্রথম প্রহরে যখন সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে একটু একটু করে জ্ঞান হওয়া শুরু হচ্ছে তখন থেকেই দেখে আসছি স্বদেশের বুকে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, স্বৈরাচারী বিশ্ববেহায়া আর প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্বাহু নৃত্য। অনেকটা কিশোর কবি সুকান্তের মত জন্মেই ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি দেখার মত। এরকম প্রতিকূল পরিবেশে ভরসার আশ্রয় হিসাবে অনেকের মতই আমিও বেছে নিয়েছিলাম ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শের ধারক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগকে। আমার অনেক বন্ধুই আমার আওয়ামী লীগের প্রতি এই প্রীতি দেখে অবাক হতো। তাদের বক্তব্য ছিল যে, আমি যে ধরনের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা এবং সমাজ সচেতনতায় বিশাস করি তা অনেক বেশি বামপন্থী চিন্তা চেতনার সাথে মিলে যায়। আওয়ামী লীগের মতো বুর্জোয়া আদর্শের সাথে খাপ খায় না। বলা বাহুল্য আমার সেই সব বন্ধু বান্ধবদের মতে আওয়ামী লীগ অন্য আর পাঁচ দশটা সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া ভাবধারার সংগঠন ছাড়া আর কিছুই না। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে শ্রেনীগত এবং আদর্শিক কোন পার্থক্য আছে বলেও তারা মনে করতো না। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের দৃশ্যমান এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের প্রতি আমার এই আসক্তি ছিল মূলত দূটি কারণে। প্রথমতঃ এই দলটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং দ্বিতীয়ত এই সংগঠনটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-নিরপেক্ষ চেতনায় বিশ্বাস করে। তাছাড়া বাংলাদেশের বামপন্থীরা সমাজ এবং জনগণ থেকে এত সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করেন যে তাদেরকে ভিন গ্রহের অধিবাসী ভাবলেও কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। এ কারণেই কোন বামপন্থি সংগঠনের প্রতি মনের টান আমি কখনোই পাইনি। স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শেষ আশ্রয় হিসাবে আমি আওয়ামী লীগকেই বেছে নিয়েছিলাম।

আমার সেই ভরসার স্থলে প্রথম আঘাত পাই ছিয়ানব্বই সালে যখন দেখি আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা বিরোধী জামাতের সাথে কৌশলগত মৈত্রী গড়ে তোলে। তারপরও সেটাকে সাময়িক কৌশল ভেবে আরো অনেকেরই মত আমিও ভুলে থাকার চেষ্টা করেছি। হাসিনার হিজাব মাথায় দেওয়া তসবিহ হাতের ছবিও রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন আমার অনেক আওয়ামী বন্ধু। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু ধর্ম ভীরু কাজেই বিএনপি ধর্মকে ব্যবহার করে ভোটের রাজনীতিতে যে সুবিধা আদায় করছে তাকে প্রতিহত করার জন্য এধরনের কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া গতি নেই। হয়তো তাদের কথায় যথার্থ যুক্তি ছিল। আমি অবশ্য ভোটের রাজনীতির এই হিসাব খুব ভাল বুঝতে পারিনি।

বিএনপি তার জন্ম লগ্ন থেকেই ধর্ম এবং ভারত বিরোধিতাকে পুঁজি করে তর তর করে এগিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এই দুই পুঁজি দারুনভাবে কার্যকর। ধূর্ত বিএনপি নেতারা অত্যন্ত সফলতার সাথে এই দুই অমুল্য পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুতই বাংলাদেশের প্রধানতম দলে পরিনত হয়েছে। শুধু তাই নয় দিন দিন এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। অন্যদিকে বিএনপির এই চাতুর্যময় খেলার বিপরীতে খেই হারানো নির্বোধ আওয়ামী নেতৃত্ব নিজেদেরকে চরমভাবে অসহায় ভেবেছেন। নতুন কোন কার্যকর পন্থা উদ্ভাবনের বদলে বিএনপির অন্ধ অনুকরন করাকেই শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছেন তারা। এর জন্য অবশ্য শেখ হাসিনাও কম দায়ি নন। তিনি কখনোই দলের সাধারণ সম্পাদক পদে বয়সে তরুন, বুদ্ধিমান, স্মার্ট কাউকে বসাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেননি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সবসময়ই থেকেছে জিল্লুর রহমান, সামাদ আজাদ বা আবদুল জলিলদের মত নির্বোধ এক পা কবরে দেওয়া অথর্ব বৃদ্ধরা। বিএনপির গতিশীল স্মার্ট নেতৃত্বের কাছে পদে পদে পরাজিত হয়ে বিএনপি কে অন্ধ অনুকরন করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা খুঁজে পায়নি এই সব গবেটরা। তবে কথা হচ্ছে অনুকরন করে তো আর আসল হওয়া যায় না। শাহরুখের নকল করলেই তো ফেরদৌস আর শাহরুখ হয়ে যাবে না।

আমি একলা নই, বাংলাদেশের অসংখ্য প্রগতিশীল মানুষ কোন ধরনের বিকল্প না থাকার কারণেই আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছেন দীর্ঘদিন ধরে। সুবিধাবাদী হোক আর যাই হোক অন্তত এ দলের নেতা কর্মীরাতো ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের সেই বিশ্বাসের পিঠে ছুরি মেরে আওয়ামী লীগ চরম প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে যে অবমাননাকর লিখিত চুক্তি করেছে তাতে আতংকে শিউরে উঠেছেন তারা। দেশের ভবিষ্যত চিন্তা করে প্রমাদ গুনছেন জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিরা। বিএনপি-জামায়াত আর যাই হোক এই ভন্ডামিটুকু করেনি। প্রগতিশীলতার মুখোশ পরেনি তারা কখনো। তারা কি তা সবাই জানে। কিন্তু যাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে মনে করা হতো অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী তাদের এমন কদর্য মুখ যে মুখোশের আড়াল থেকে বের হয়ে আসবে তা কে জানতো।

গত কিছুদিন ধরেই অবশ্য আমি আওয়ামী লিগের কর্মকান্ডের ছাই পাশ কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আদৌ কি তারা বিএনপির বিপক্ষ দল নাকি বিএনপির বি টিম হয়ে খেলছে সেটা এক গভীর রহস্য হয়ে দাড়িয়েছে। আবদুল জলিলের সেই বিখ্যাত তাসের খেলাতো সবারই জানা। তাসের সেই খেলার বাজি শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিএনপিই জিতেছিল। নাকি জিতিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা অবশ্য জলিল সাহেবই ভাল বলতে পারবেন। এই অক্টোবরে ক্ষমতা ছাড়ার শেষ মুহুর্তে জনরোষে বিএনপি এবং জামাতীরা যখন পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না তখন হঠাৎ করেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে অন্দোলনের রাশ টেনে ধরে বিএনপি-জামায়াতকে পুনরায় গলাবাজি করার সুযোগও করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এর পর যতবারই আন্দোলন দানা বেধে উঠতে চেয়েছে অতি সুকৌশলে সেগুলোকে সাময়িকভাবে স্থগিত করার নামে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে কোনদিন কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। আন্দোলন আন্দোলন খেলা খেলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য নাকে খত দিয়ে লেজে গোবরে অবস্থায় বিএনপির সাজানো ফাঁদে এমনই এক নির্বাচনে যাচ্ছে যেখানে তার গোহারা নিয়ে একমাত্র কট্টর আওয়ামী পন্থি ছাড়া বাকী কারোরই কোন সন্দেহ নেই।

নির্বাচনী মহাজোট নিয়েও কম কেরামতি দেখায় নি আওয়ামী লীগ। স্বাধীনতা বিরোধী থেকে শুরু করে, পতিত স্বৈরাচার, ইসলামী সন্ত্রাসবাদী সবাইকেই সাদরে কোলে তুলে নিয়েছে তারা। আদর্শ ফাদর্শ চুলায় যাক ক্ষমতার স্বাদ পাওয়াটাই যেন জরুরী হয়ে উঠেছে তাদের কাছে। অবশ্য এতেও শেষ রক্ষা এখন হবে কিনা কে জানে। গত পাঁচ বছরে বিএনপি-জামাত যে পরিমান দুস্কর্ম করেছে তাতে কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকলেও জনগণই আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জিতিয়ে দিত। কিন্তু জনগণের চেয়ে অবশ্য তারা ওই

সমস্ত নষ্ট মানুষদেরকেই বেশি মূল্যবান মনে করেছে। এখন দেখা যাক এই সমস্ত পুতি-দুর্গন্ধময় ব্যক্তিরা হাসিনা-জলিলের ক্ষমতার স্বাদ মেটাতে পারে কিনা।

বাংলাদেশের এখন সবাই জানে যে রাজনীতির খেলায় বিএনপির কাছে আওয়ামী লীগ পুরোপুরি দুগ্ধপোষ্য শিশু। আওয়ামী লীগ যদি থাকে ডালে ডালে তবে বিএনপি থাকে পাতায় পাতায় না একেবারে শিরায় শিরায়। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চোখের জল আর নাকের জল কিভাবে এক করে ফেলা হবে তার ছক বিএনপি করে বসে আছে অনেক আগেই। আম ছালা সবই এখন হারাতে বসেছে আওয়ামী লীগ। শুধুমাত্র আদর্শগত কারণে এতোদিন যারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে এসেছে তারা যে এখন আর সমর্থন দেবে না তা গত দু'দিনেই আওয়ামী নেতৃত্বের বুঝে যাওয়া উচিত। অবশ্য বোঝার মতো সুবুদ্ধি তাদের আছে কিনা কে জানে। আওয়ামী নেতৃত্বের কারো কারো মধ্যে দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লিগকে বিএনপি বানানোর মরিয়া চেষ্টা। তবে চেষ্টাটুকুই সার হবে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বিএনপির নকল করে আর যাই হোক বিএনপি সাজা যায় না। আসল বিএনপি থাকতে কেই বা যাবে এই নকল বিএনপির কাছে। তবে হ্যা বিএনপির বি টিম বানানো যায় অবশ্য একে। কেউ কেউ হয়তো সেই মিশন নিয়েই মাঠে নেমেছেন। আওয়ামী নেতাদের কারো কারো আচরন দেখে তারা আওয়ামী লীগার না বিএনপি তা বোঝাই দুস্কর হয়ে পড়েছে এখন।

প্রগতিশীল এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ শক্তির শেষ আশ্রয় স্থল হিসাবে টিম টিম করে হলে এতদিন ধরে সামান্য একটু আলোর নিশান জাগিয়ে রেখেছিল আওয়ামী লীগ। পচাত্তর সালের পর থেকে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির করাল গ্রাসে আক্রান্ত সংখালঘুরা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা হলেও সাহস পেয়েছে আওয়ামী লীগ আছে বলে। যার উপর ভরসা করে তারা বুক বেধেছিল, চরম অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেও স্বদেশের মাটি কামড়ে পড়ে ছিল, সেই রক্ষকই এখন প্রবল ভক্ষক হয়ে দাত মুখ খিচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে তাদের। দুই রাক্ষসের মাঝখানে পড়ে এখন তাদের কি দশা হবে তা ভাবতেও গা শিউরে উঠছে।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আলোর মশাল নিয়ে যারা এগিয়ে যাচ্ছিল বলে আমরা নিশ্চিন্তে ছিলাম, আজ তারাই ফু দিয়ে শেষ আলোর চিহ্নটুকুও মুঝে দিল।

ক্যালগারি, ক্যানাডা
farid300@gmail.com